পঞ্চম অধ্যায়

সহজবুদ্ধি বা সাধারণ জ্ঞানের সমর্থনে ম্যূরের যুক্তি

ম্যূরের দর্শন চর্চার ধরন এবং পর্যায় লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি নঞর্থক আলোচনা দ্বারাই দর্শন শুরু করেছিলেন। তাঁর যুগের প্রভাবশালী ভাববাদী দার্শনিকদের বিভিন্ন মতাদর্শের খণ্ডনের মধ্য দিয়েই তাঁর দার্শনিক আলোচনা শুরু হয়। যেমন, প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক ম্যাকটেগার্ড যখন বলেন, 'সময় বাস্তব নয়'— তখন তিনি বিস্মিত হন। তিনি এ সকল মতকে সাধারণ জ্ঞানের বিরুদ্ধ মতবাদ বলে মনে করেন। ম্যূর সংকল্প গ্রহণ করেন, দর্শনকে সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি— *'A Defence of Common Sense'* নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন, যা ১৯২৫ সালে Mind নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন লেখায় তিনি সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক দর্শনের স্বরূপ এবং তার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

আমরা কোন প্রকার জটিল যুক্তি তর্কের আশ্রয় না করে স্বাভাবিকভাবে জগত এবং জীবনের যে সকল বিষয়কে স্বাভাবিকভাবেই সুনিশ্চিত মনে করি তাকে সাধারণ জ্ঞান বলা হয়। জি. ই. ম্যূর গতানুগতিক দর্শনের ধারাসমূহ লক্ষ্য করে দেখেন যে, এসব দর্শনের মাধ্যমে একটি বিষয় আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সহজবুদ্ধির কোন মত সর্বজনীনভাবে বিদ্যমান নেই, অথবা সহজবুদ্ধির মতগুলো দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে না। তাঁর মতে, এ কথা সত্য নয়। সহজবুদ্ধির মত বলতে একটা কিছু অবশ্যই আছে। এমনকি তা সার্বিকও বটে। যে সকল মত কোন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়াই নিতান্ত সাদামাটাভাবে জগতের অধিকাংশ মানুষ পোষণ করে থাকে তাই হচ্ছে সহজবুদ্ধির মত। ম্যূরের ভাষায় :

> আমার মনে হয় বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্পর্কে এমন কিছু মত রয়েছে যা আজকাল সবাই পোষণ করে থাকেন। এ মতগুলো এত সার্বিকভাবে পোষণ করা হয় যে, আমার কাছে মনে হয় এগুলোকে স্বচ্ছন্দে সহজবুদ্ধির মত বলে অভিহিত করা যায়।[১]
>
> (There are, it seems to me, certain views about the nature of the Universe, which are held, now-a-days, by almost everybody. They are so universally held that they may, I think, fairly be called the views of Common Sense.) [২]

Scanned by CamScanner

এর পরে ম্যুর ঘোষণা করেন যে, তাঁর দর্শন হচ্ছে সহজ বুদ্ধির দর্শন। তাঁর ভাষায় :

> আমার দার্শনিক অভিমতকে যদি কোন বিশেষ নামে অভিহিত করতে হয়, তাহলে আমি বলব যে, আমি হচ্ছি ঐ সকল দার্শনিকদের একজন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, জগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের ধারণা পুরোপুরি সত্য।[৩]
>
> (If . . . my philosophical position . . . is to be given a name . . . it would have, I think, to be expressed by saying that I am one of those philosophers who have held that the 'Common sense view of the world' is, in certain fundamental features, wholly true.)[৪]

সাধারণ জ্ঞানের সমর্থনে ম্যুরের যুক্তিসমূহ

A Defence of Common Sense নামক প্রবন্ধে সাধারণ জ্ঞানের সমর্থনে তাঁর যুক্তিগুলোকে তিনি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন, তা হলো :

প্রথমত : তিনি বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত অভিমত ব্যক্ত করেন।
দ্বিতীয়ত : ভাববাদী ও সংশয়বাদীদের মতবাদ খণ্ডন করেন।
তৃতীয়ত : পরকাল ও ঈশ্বর বিশ্বাসের ধারণাকে সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক নয় বলে ঘোষণা করেন। এছাড়া তিনি সহজবুদ্ধির কিছু বিরুদ্ধ মত ব্যাখ্যা করেন।
চতুর্থত : বচনের সত্য-মিথ্যা বিষয়ক বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন।
পঞ্চমত : তিনি প্রত্যক্ষণ ও ইন্দ্রিয়-উপাত্ত বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন।

নিচে এই পর্যায়গুলো ব্যাখ্যা করা হলো :

প্রথম পর্যায়ের যুক্তি

জি. ই. ম্যুর অভিমত প্রকাশ করেন যে, এ বিশ্বজগতে অনেক কিছু সম্পর্কে সহজবুদ্ধির সুনিশ্চত মত রয়েছে। তাঁর ভাষায় : "আমার মনে হয় সহজবুদ্ধির এ মর্মে খুবই সুনির্দিষ্ট কিছু মত রয়েছে যে, এ বিশ্বজগতে নিশ্চিতভাবে কিছু বিশেষ ধরনের জিনিস রয়েছে।"

ম্যুর স্পষ্ট করে কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে সহজবুদ্ধি সুনিশ্চিত ধারণা পোষণ করে বলে উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো :

১. জড়বস্তু তথা জড়জগৎ;
২. মন তথা মনোজগৎ বা চেতন জগৎ;
৩. দেশের অস্তিত্ব;
৪. কালের বাস্তবতা।

ম্যুর কিছু কিছু বচনের অস্তিত্বকে নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় বলে ঘোষণ করেন, যেমন—

Scanned by CamScanner

"পৃথিবী অনেক বছর ধরেই অস্তিত্বশীল রয়েছে।" "অনেক মনুষ্য জীব সেই থেকে পৃথিবীতে বসবাস করে আসছে।" "পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও অসংখ্য বস্তু রয়েছে।" ইত্যাদি বচনগুলোকে যে সকল দার্শনিক স্বীকার করেন না তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেন :

প্রথমত : যদি ধরে নেওয়া হয় যে, 'জগতে মনুষ্য জীব আছে'— এ বচনটি সত্য নয় তাহলে এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, কোন দার্শনিকই পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল ছিলেন না এবং এখনও নেই। কিন্তু তা সত্য নয়, তাই সহজবুদ্ধির উক্ত বচন সত্য।

দ্বিতীয়ত : যদি বলা হয় যে, বস্তুর অস্তিত্বকে আমরা জানি না এবং কিছুক্ষণ পরে যদি বলা হয় যে, আমরা এগুলোর অস্তিত্ব জানি তাহলে বিষয়টি স্ববিরোধী হয়ে পড়বে। দার্শনিকরা এ রকমের বহু স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের যুক্তি

ম্যুর সাধারণ জ্ঞানের সমর্থনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাববাদী ও সংশয়বাদী দার্শনিকদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মতের কথা সংক্ষেপে বলতে গিয়ে তিনি একে দুটি রূপে ভাগ করেন। এই দুটি রূপ হলো :

প্রথম রূপ : এই ধরনের মত বিশ্বজগৎ সম্পর্কে কোন কিছু জানি না- এই রকম মত দিয়ে শুরু হয় এবং তা সার্বিক সংশয়ে রূপ নেয়। ম্যুরের ভাষায় :

> এই প্রকার মতের প্রথম রূপটির বক্তব্য হলো, এ বিশ্বজগতে আদৌ কোন জড়বস্তু আছে কিনা তা আমরা আদৌ জানিনা। এটা স্বীকার করে যে, এ জাতীয় বস্তু থাকতে পারে; কিন্তু এটা বলে যে, আমরা কেউই জানি না যে, এরূপ কোন বস্তু আছে। অন্য কথায়, এটা অস্বীকার করে যে, অন্য মন ও তাদের চেতনার ক্রিয়া ব্যতীত আমরা এমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারিনা যা তখনও অস্তিত্বশীল থাকে যখন আমরা এ সম্পর্কে সচেতন থাকি না।[৫]

দ্বিতীয় রূপ : দ্বিতীয় মতটি মূলত ভাববাদী মত। এ সম্পর্কে ম্যুর বলেন :

> এর দ্বিতীয় রূপটির বক্তব্য এমনকি এর চেয়েও বেশী গুরুতর। এটা এও অস্বীকার করে যে, আমরা আমাদের নিজেদের মন ছাড়া অন্য কোন মন বা চেতনার ক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। ... এটা অস্বীকার করে না যে, এ বিশ্ব জগতে অন্য মন এবং এমনকি জড়বস্তুও থাকতে পারে; তবে এর বক্তব্য হলো যে, এগুলো যদি থাকেও, আমরা তা জানি না।[৬]

Scanned by CamScanner

এ ক্ষেত্রে তিনি মূলতঃ বার্কলীর আত্মগত ভাববাদ ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেন। এবং হিউম প্রমুখ সংশয়বাদীদের মত খণ্ডন করেন।

এ সকল মতের বিরুদ্ধে তিনি দেখান যে, আমরা যদি পরপর দুটি হাত তুলে দেখাই যে, 'এই দুটি হাত' তা হলেও বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যুর তাঁর *The Refutation of Idealism* নামক প্রবন্ধে বার্কলীর ভাববাদকে বিস্তারিতভাবে সমালোচনা করেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ের যুক্তি

সাধারণ জ্ঞানের সমর্থনে ম্যুর মনে করেন যে, ঈশ্বর বা পরজগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়ার পেছনে বিশেষ কোন যৌক্তিকতা নেই। ম্যুর অবশ্য স্বীকার করেন যে, অনেক দার্শনিকসহ অসংখ্য লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তিনি দেখান যে, এমন অনেক লোকও রয়েছে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে, এদের কারো ধারণা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয়। ম্যুরের ভাষায় :

> কেবল দার্শনিকবৃন্দ নন, অসংখ্য লোক বিশ্বাস করেন যে, এ বিশ্বজগতে নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর আছেন। ... কিন্তু অপর পক্ষে বহুলোক বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর যদিও থেকে থাকেন তবুও আমরা নিশ্চিতভাবে জানিনা যে ঈশ্বর আছে; মোট কথা, এটা বলাই আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো যে, ঈশ্বর আছেন কি নেই তা আমরা প্রকৃতই জানি কিনা সে প্রসঙ্গে সহজবুদ্ধির কোন মতই নেই (no view)।[৭]

এছাড়া ম্যুর পরকালের অস্তিত্বকেও সহজবুদ্ধির বিরুদ্ধ মত বলে চিহ্নিত করেন।

চতুর্থ পর্যায়ের যুক্তি

সাধারণ জ্ঞানের সমর্থনে চতুর্থ পর্যায়ে বচনের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, বচনের সত্যতা সম্পর্কে তিনি মোটেই সন্দিহান নন। বরং বচনের সঠিক বিশ্লেষণ কি হবে এ ব্যাপারে তিনি খুব সন্দিহান।

ম্যুর বচন সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস এবং গতানুগতিক দার্শনিক ধারণার সমর্থন করেন নি। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

পঞ্চম পর্যায়ের যুক্তি

এ পর্যায়ে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ ও ইন্দ্রিয়-উপাত্ত সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যদিও সাধারণ জ্ঞানের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ তথাপি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞান একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া এবং তা বিশ্লেষণ নির্ভর। তিনি ইন্দ্রিয়-উপাত্তের জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলেন নি। কেননা ইন্দ্রিয়-উপাত্ত জড়বস্তুর পূর্ণ রূপ নয়। এর বাইরেও একটা কিছু থাকে। ম্যুর অবশ্য এই একটা কিছুকে বচন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

Scanned by CamScanner

পর্যালোচনা

ম্যুর সাধারণ জ্ঞানের সমর্থনে যে সকল যুক্তিগুলি উপস্থাপন করেছেন তার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আপত্তিগুলো উত্থাপন করা যায়।

ম্যুর একজন বিশ্লেষণী দার্শনিক। বিশ্লেষণী দার্শনিক হিসেবে common sense কথাটিকে আরও বেশী বিশ্লেষণ করা উচিৎ ছিলো। কেননা, এই শব্দটি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যুর সাধারণ জ্ঞানের সমর্থনে যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন এই জ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে আমরা বিশ্বাস করি। যা সাধারণভাবেই সুনিশ্চিত বিশ্বাসের অন্তর্গত। সে ধরনের জ্ঞানের স্বপক্ষে যুক্তি দেয়া একটি অনর্থক বিষয় বলে অনেকে মনে করেন।

পৃথিবীতে অনেক সত্যই সাধারণ জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত ছিলো। পরমাণু হচ্ছে জগতের আদি উপাদান, একে ভাঙ্গা যায় না— এ ধরনের মত ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্ব ইত্যাদি সবই কোন না কোন যুগে সর্বজনীন বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু সে বিশ্বাস যে সঙ্গত নয় বিজ্ঞান তা পরবর্তীতে প্রমাণ করেছে। তাই সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হলেই যে কোন কিছুকে সুনিশ্চিত বলা যাবে এমন নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব নয়।

সাধারণ জ্ঞানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আপত্তি উত্থাপিত করা হলেও এই বিষয়টি সুনিশ্চিত যে, সাধারণ জ্ঞান দিয়েই আমরা দর্শনের যাত্রা শুরু করি। জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখাই সাধারণ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে রাসেল বলেন : "দর্শনের কাজ হচ্ছে জ্ঞানকে (সাধারণ জ্ঞানকে) একেবারে বিসর্জন না দিয়ে তার ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করা।"[৮]

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যুরের সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক দর্শন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned by CamScanner